হ্যালোইন ডে’

অনেক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একজন শিক্ষক যখন আমেরিকায় পি.এইচ.ডি করে দেশে ফেরেন তখন ক্লাশে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি হ্যালোইন ডে’ সম্বন্ধে বলেছিলেন, তিনি খুব উপভোগ করেছেন এ দিনটি। প্রতি বছর পয়লা নভেম্বরে প্রায় প্রতিটি বাড়ীই ভুতুড়ে বাড়ী বানিয়ে রাখে। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধরণের অদ্ভুত সাজ-পোষাক পরে দ্বারে দ্বারে হাঁক দেয় - ‘‘**Tric or Treat**’’, আর বাড়ীর মালিকেরা চকলেট দেয় ওদের পাম্পকিনের (মিষ্টি কুমড়ো) ঝুড়িতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কল্পনায় আমি সেই দৃশ্য তুলে নিয়েছিলাম আর ভেবেছি, কি মজা ও দেশের বাচ্চাদের!

ক্যানাডায় এবারের হ্যালোইন ডে’-তে আমি যখন **Tric or Treat**-এ গেলাম আমার ছেলের সাথে, তখন সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেলো। সত্যি, বাচ্চাদের আনন্দের জন্য কি সুন্দর একটা রীতি ! ছোট বাচ্চা থেকে বড়রা পর্য্যন্ত কি মজার মজার কষ্টিউম পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ীঘর সাজিয়েছে পাম্পকিন আর লাইট দিয়ে। কোন কোন বাড়ির উঠোন ভয়াল শব্দ দিয়ে শ্মশানঘাট বানিয়ে রেখেছে। এক বাড়ির সামনে দেখি কেউ নেই, কিন্তু দরজা খোলা। বাচ্চারা দরজায় দাঁড়িয়ে **Tric or Treat** বলতেই আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা ভীষণ অস্বভাবিক লম্বা একটা কাফনে ঢাকা মূর্তি তার অর্ধেক শরীর বের করে চকলেট দিলো। হঠাৎ দেখে আমি সত্যি ভয় পেয়ে গেছি। আবার দেখেছি ছোট দুই-তিন বছরের বাচ্চারা কেউ ‘‘টেডি বিয়ার’’ বা ‘‘বেবি এলিফ্যান্ট’’-এর কষ্টিউম পরেছে। দারুণ লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো একটা ছোট্ট হাতী এক পা’ এক পা’ করে হাঁটছে। একটা ছোট্ট মেয়ে ষ্ট্রলারে করে মায়ের সাথে এসেছে। এতই মজা পেয়েছে যে সে আর কিছুতেই বাড়ি যেতে চাইছে না, আরও ঘুরবে। দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়েরা বেশীর ভাগই মুখোশ পরেছে। একটা মুখোশ দেখলাম তার মুখ থেকে রক্তের বন্যা বইছে। সে ভেতর থেকে পাম্পার দিয়ে পাম্প করছে আর মুখোশের মুখ থেকে রক্তের মত লাল কেমিক্যাল বের হচ্ছে। সত্যি ভয়ের ব্যাপার। একটা ষোল-সতেরো বছরের মেয়েকে দেখলাম পরী সেজেছে কিন্তু মুখটা কালো করে রেখেছে। শুধু কানের দুল দুটো ঝিলমিল করে আলো দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে মনে হলো মুন্ডুহীন সাদা পরী। চারিদিকে শুধু বাচ্চাদের ছুটোছুটি। ভীষণ ভালো লেগেছে আমার।

এসব দেখে মনে হলো আমাদের দেশে বাচ্চাদের আনন্দের জন্য কোন পার্বণ নেই, সবকিছুই বড়দের জন্য। হঠাৎ মনে পড়ে গেল শবে বরাতের রুটি চাওয়ার দৃশ্য। দলবেঁধে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ময়লা ধুলোবালি মাথা ছেঁড়া কাপড়ে ছালার ব্যাগ নিয়ে দ্বারে দ্বারে এসে বলে - ‘‘আম্মা, রুটি দিবেন!’’।

আমি তুলনা করতে থাকলাম সেই দৃশ্য এই **Tric or Treat**-এর সাথে। সত্যি কত ব্যবধান!

এই ব্যবধান ঘুচবে কবে?

সুকণ্ঠি
লন্ডন
০১ নভেম্বর ২০০৫